দৈনিক ইনকিলাব

08 JAN 2015
07 02

বিশ্বনাথে ৪০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা আতংকে শিক্ষার্থীরা

বিশ্বনাথ (সিলেট) থেকে মামুনুর রশীদ মামুন

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার অন্তত ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এতে আতঙ্কে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল। বারবার সরকারি দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ধরনা দিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ২৫টি বিদ্যালয়কে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদনের ৬ মাস অতিবাহিত হলেও টনক নড়েনি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সংকট ও সেনিটেশন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। দ্রুত নতুন ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ১২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৪০/৪৫টি বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২৫টি বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে রয়েছে আসবাবপত্রের সংকট, নেই খেলার মাঠ, শরীরচর্চা ও বিনোদনের ব্যবস্থা। চলতি (২০১৪-১৫) অর্থবছরের শুরুতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস তালিকা তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মেরামত ও সংস্কারের জন্য আবেদন করে। কিন্তু অর্থবছরের ৬ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও সংস্কারের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোমলমতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি রয়েছেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। অনেক অভিভাবকরা উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা ব্যবসাভিত্তিক প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানদের জীবনের ঝুঁকি এড়াতে ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অনেকেই জানিয়েছেন।

সরকারি তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে মিরেরচর (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরেরচর (২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভোগশাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জানমসলু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জানাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আকিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মির্জারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেলিকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অলংকারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামধানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুনকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট খুরমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুমরাগুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাওনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইলামেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গড়গাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একলিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ দেওকলস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোনারাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিজুরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কান্দিগাঁও এসএইচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দশপাইকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাবড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংগেরকাছ (২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এছাড়াও উপজেলার আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমোর্দান (সম্মর্দান) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহজিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তালিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মটুককোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজী আরশদ আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোসেনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংরাওলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেলিকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছহিফাগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাড়ুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চক কাশিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয় সংস্কার, ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রদান করে শিক্ষার মানোন্নয়নে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন সচেতন মহল। তারা মনে করেন শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকার আন্তরিক থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান হচ্ছে না।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা চিন্তাহরণ দাস বলেন, অধিক, মধ্যম ও সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মধ্যেই সরকারি বরাদ্দ আসবে বলে তিনি আশাবাদী রয়েছেন।

এ বিষয়ে কথা হলে স্থানীয় সংসদ সদস্য ইয়াহইয়া চৌধুরী এহিয়া ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় রয়েছে স্বীকার করে ইনকিলাবকে বলেন, বিশ্বনাথের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কারের জন্য লিখিতভাবে আমাকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় শিক্ষা অফিস ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করেছে। দ্রুত সংস্কারসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।